দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 4 JUN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ......

# মওদূদীর বই নিষিদ্ধ হচ্ছে

মিথুন কামাল : মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হচ্ছে। এজন্য জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদূদীর বই নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। এছাড়া সূফী সাধকদের নামে কটূক্তিকর তথ্যসমৃদ্ধ বইগুলোও নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে গঠিত রিভিউ কমিটি খুব শিগগিরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মাদ্রাসায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি টানানো, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, বিজয় দিবস, পৃঃ ১৯ কঃ ২

# মওদূদীর বই নিষিদ্ধ হচ্ছে

*প্রথম পৃষ্ঠার পর*

স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, পহেলা বৈশাখসহ অন্যান্য দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। বিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। গত মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এসব ব্যাপারে সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। কমিটি এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করেছে। কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন গতকাল (বুধবার) ইনকিলাবকে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমানে মাদ্রাসাগুলোতে অননুমোদিত বই পড়ানো হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অংশই দখল করে আছে মওদূদীর বই। এগুলোকে বাতিল করা হবে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক বিভ্রান্তিকর তথ্যসমৃদ্ধ বই পড়ানো হচ্ছে। রাশেদ খান মেনন বলেন, এর মধ্যে একটি বই আমি পড়েছি যেখানে মুক্তিযুদ্ধ বা শহীদ মিনারে যাওয়াকে শেরেক বলা হয়েছে। সূফী সাধকদের সম্পর্কে বিতর্কিত তথ্য রয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ করা হয়েছে। মাদ্রসা শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদনক্রমে বইগুলো লিখিত। দেখলে মনে হবে এগুলো মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে। কমিটির বৈঠকে বিষয়টি আলোচনার পর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে একটি রিভিউ কমিটি গঠনের কথা বলেছেন। এই কমিটি এসব বই খতিয়ে দেখবে। পরে বিকৃত বা বিভ্রান্তিকর তথ্যসমৃদ্ধ বইগুলো নিষিদ্ধ করা হবে। মাদ্রাসা অনুমোদন দেয়ার ক্ষেত্রে নিয়মনীতি মানা হয় না। এমনও দেখা গেছে, একটি মাদ্রাসায় শিক্ষক রয়েছেন ১৬ জন আর ছাত্র রয়েছে ১০ জন। এমন মাদ্রাসাকেও অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মাদ্রাসার অনুমোদন নিয়ে অনেক দুর্নীতিও হয়ে থাকে। এগুলো বন্ধ করতে হবে। বিদ্যান শর্ত কঠোরভাবে মেনে তবেই মাদ্রাসাগুলোকে অনুমোদন দিতে হবে। শুধু মাদ্রাসার ক্ষেত্রে নয়, সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের ক্ষেত্রে শর্ত মানতে হবে কঠোরভাবে। তিনি বলেন, স্থানীয় এমপিরা মাদ্রাসার অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন। এমনও দেখা গেছে, যেখানে একটি মাদ্রাসা অনুমোদন দেয়া দরকার সেখানে ১৫টি মাদ্রাসার অনুদোমন দেয়া হয়েছে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, মাদ্রাসার অনুমোদন না দিলে বিষয়টি ধর্মের বিরুদ্ধে চলে যায় এ বিবেচনায় অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় স্থানেও মাদ্রাসার অনুমোদন দেয়া হয়। রাশেদ খান মেনন বলেন, অভিযোগ রয়েছে মাদ্রসাগুলোতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় না বা জাতীয় দিবসগুলোও যথাযথভাবে পালন করা হয় না। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলছেন, এ ব্যাপারে একটি পরিপত্র জারি করা আছে। কিন্তু পরিপত্রের বিধান মানা হচ্ছে না। শুধু মাদ্রাসা নয়, কিন্ডারগার্টেনগুলোতেও এক রকম অবস্থা বিরাজ করছে। সেখানেও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন হচ্ছে না। সেই সাথে জাতীয় দিবসগুলো গুরুত্বের সাথে পালন করা হচ্ছে না। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে প্রতি এক প্রতিবেদনের বলেছে, [illegible] ব্যবস্থার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা [illegible] রয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে [illegible] মেনন বলেন, ওয়া ব্যাংক কি বল [illegible] তাতে আমাদের [illegible] আসে যায় না [illegible] এখানে কাজ ক[illegible] এসেছি। তাদে[illegible] কথাই শুনতে হবে [illegible] কোন মানে নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, তারাই জঙ্গী সৃষ্টি করে, আবার জঙ্গীপ্রবণ এলাকায় হানা দেয়। তিনি বলেন, এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাত্র ৫শ' টাকা বেতন দেয়া হচ্ছে। এটা অমানবিকই নয়, এটা কষ্টকর বিষয় নয়। ৫শ' টাকা দিয়ে কেউ জীবনযাপন করতে পারে এটা ভাবা যায় না। একটা ডে লেভারের বেতনও মাসে ৫শ' টাকার চেয়ে অনেক বেশী। অর্থাৎ প্রতিদিন তিনি যদি একশ' টাকা করে পান তাহলে মাসে তার আয় হয় ৩ হাজার টাকা। আমরা এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করেছি। বৈঠকে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বহাল থাকবে। তবে এটি পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে। একই সঙ্গে এ বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশ্নের ভাষা সহজ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এছাড়া পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজে দেশী কাগজ ব্যবহারের জন্য বলা হয়েছে বলে তিনি জানান।